ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
আগরতলা

স-৪০২৩
আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১

দিব্যাঙ্গজনদের সশক্তিকরণে রাজ্যে সি আর সি স্থাপনের ঘোষণা কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় মন্ত্রীর
রাজ্যের বর্তমান সরকার দিব্যাঙ্গজন ও প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণে কাজ করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

দিব্যাঙ্গজনদের সশক্তিকরণ করার লক্ষ্যে রাজ্যে কম্পোসিট রিজিওন্যাল সেন্টার (সি আর সি) স্থাপনের জন্য শীঘ্রই ২০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হবে। পাশাপাশি রাজ্যের প্রবীণ নাগরিকদের বিভিন্নভাবে সহায়তার লক্ষ্যে 'রাষ্ট্রীয় বয়োশ্রী যোজনা' রাজ্যের সবগুলি জেলায় চালু করা হবে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে কেন্দ্রীয় সরকারের অধিগৃহীত সংস্থা 'আলিমকো'র(ALIMCO) উদ্যোগে এবং সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সহযোগিতায় আয়োজিত 'সামাজিক আধিকারিতা শিবিরে' একথা বলেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী থাওয়ারচান্দ গেহলট। আজকের সামাজিক আধিকারিতা শিবিরে রাষ্ট্রীয় বয়োশ্রী যোজনার মাধ্যমে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ও খোয়াই জেলার ২০১ জন প্রবীণ নাগরিকদের মধ্যে বিভিন্ন সহায়ক সামগ্রী বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার দিব্যাঙ্গজন ও প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণে কাজ করছে। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের নিকট যেকোন প্রকল্পের বিষয়ে সহযোগিতা চাইলে তা দ্রুত মঞ্জুর করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত দপ্তরের মাধ্যমে নতুন শক্তি ও নতুন বিশ্বাস নিয়ে কাজ করছেন। এরমধ্যে সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন এমন একটি মন্ত্রক যা মহিলা, শিশু এবং প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে আন্তরিকভাবে জুড়ে থেকে কাজ করছে। যে সমস্ত সামাজিক সংগঠন সমাজের মহিলা, শিশু এবং প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণে কাজ করে থাকে সমাজও সেইসব সংগঠনকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর দিব্যাঙ্গজন ও প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। রাজ্যে বর্তমানে প্রায় ৪ লক্ষ মানুষ বিভিন্ন প্রকল্পে সামাজিক ভাতা পাচ্ছেন। নতুন সরকার আসার পর তাদের সামাজিক ভাতা বৃদ্ধি করে ১ হাজার টাকা করা হয়েছে। তাছাড়াও চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে দিব্যাঙ্গজনদের জন্য ৪ শতাংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করেছে বর্তমান সরকার। রাজ্যের মহিলাদের সশক্তিকরণ ও স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে প্রায় ৫,৬০০টি স্বসহায়ক দলকে সরকার ৮৩ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ভোকাল ফর লোক্যাল আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাজ্যের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের জন্য শাড়ি তৈরি করছে মহিলা পরিচালিত স্বসহায়ক দল ও হস্ততাঁত শিল্পীগণ। দিব্যাঙ্গজন ও প্রবীণ নাগরিকদের জন্য সরকার যে সমস্ত প্রকল্প রয়েছে তা রাজ্যে ১০০ শতাংশ রূপায়ণের উদ্যোগ নিয়েছে।

অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয়মন্ত্রী শ্রী গেহলট আরও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের অধিগৃহীত সংস্থা 'আলিমকো' রাষ্ট্রীয় বয়োশ্রী যোজনায় পশ্চিম ত্রিপুরা ও খোয়াই জেলার ৩,২২৬ জন প্রবীণ নাগরিককে ৭,৭২৯টি বিভিন্ন সহায়ক সামগ্রী ও চলন সামগ্রী বিতরণ করার উদ্যোগ নিয়েছে। এজন্য ব্যয় হবে ১ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা। প্রবীণ নাগরিকদের সহায়তা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে 'রাষ্ট্রীয় বয়োশ্রী যোজনা' চালু করে।

২য় পাতায়

এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রবীণ নাগরিকদের বিভিন্ন সহায়ক সামগ্রী যেমন হুইল চেয়ার, শ্রবণযন্ত্র, চশমা, ট্রেট্রাপোড, ক্রাচ, ওয়াকিং স্টিক প্রদান করা হয়ে থাকে। এই প্রকল্পটি রাজ্যের অন্য ৬টি জেলাতেও চালু করা হবে বলে তিনি জানান।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী গেহলট আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রীর মার্গ দর্শনে সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক দিব্যাঙ্গজনদের সশক্তিকরণের লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে চলছে। ২০১৭ সালে ‘রাষ্ট্রীয় বয়োশ্রী যোজনা’ চালুর পর ৩ বছর ধরে প্রবীণ নাগরিকদের সামাজিক সুরক্ষার লক্ষ্যে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে মন্ত্রক কাজ করছে। সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক দিব্যাঙ্গজন ও প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণে ২০২১-২২ অর্থবর্ষ থেকে আরও নতুন নতুন প্রকল্প চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই প্রকল্পের সুবিধা দেশের প্রতিটি রাজ্যের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।

অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বলেন, রাজ্য সরকার মহিলা, শিশু, দিব্যাঙ্গজন ও প্রবীণ নাগরিকদের সার্বিক কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে কাজ করছে। গার্হস্থ্য হিংসার শিকার মহিলাদের জন্য রাজ্যের প্রতিটি জেলায় ওয়ান স্টপ সেন্টার চালু করা হয়েছে। গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টিকর খাবার প্রদানে মুখ্যমন্ত্রী মাতৃ পুষ্টি উপহার যোজনা, ত্রিপুরা বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্প রাজ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে তাছাড়াও বক্তব্য রাখেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার এবং ‘আলিমকো’র চীফ ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডি আর সারিন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা প্রিন্সি রানী। অনুষ্ঠানে পশ্চিম ও খোয়াই জেলার ২০১ জন প্রবীণ নাগরিকদের বিভিন্ন সহায়ক সামগ্রী ও চলন সামগ্রী প্রদান করা হয়। তাদের হাতে সেগুলি তুলে দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাওয়ারচান্দ গেহলট, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা ও অন্যান্য অতিথিগণ।

****